কান্না

শ্যামলকান্তি দাশ

কেউ কেঁদেছিল বাজে-বিদ্যুতে
কেউ কেঁদেছিল ঝড়ে
কেউ কেদেছিল নিথর হোটেলে
ষোলো নম্বর ঘরে

কেউ কেঁদেছিল সন্ধ্যে বেলায়
কেউ বা মধ্যযামে
একটি কান্না ফুল হয়ে ফোটে
ভাঙা হারমোনিয়ামে

কেউ কেঁদেছিল কুটিল তর্কে
কেউ বা বিরোধাভাসে
বলতে বলতে মরা কান্নায়
গলাখানি বুজে আসে

কান্নার রঙ চেনবার আগে
দরজা খুলেছি যেই
বাতাসে তুচ্ছ জলের শব্দ—
গাছ নেই, পাতা নেই!

কথামৃত

মণিশংকর রায়

কোনো কোনো মধ্যরাতে বিছানার পাশে
আমাদের বাল্যকাল সন্তর্পণে আসে।
তখন চৌচির সব প্রাচীন মানুষ,
একান্ত আকাশ জুড়ে নির্জন ফানুস।
বেয়াদপ বয়সের অজস্র পালক
খসে যায়। পড়ে থাকে প্রবীণ বালক।
স্মৃতিগুলো ছেঁড়াখোঁড়া সুগভীর শোকে,
বাল্যকাল ভেসে যায় জলমগ্ন চোখে।

জীবনের এইসব সুখদুঃখ খেলা
শেষ হয়ে গেলে, সজল সায়াহ্ন বেলা
অমোঘ বাড়ায় তার অনিবার্য হাত,
প্রান্তরে প্রহরী তখন নিশুতি রাত।

সময় দাঁড়ালো এসে খাদের কিনারে,
আলোগুলি নিভে গেলো শহিদ মিনারে।

গাঁয়ের মা-টির কথা

পান্নালাল মল্লিক

গাঁয়ের কথা ভাবতে ভাবতে যাঁদের চোখে
ঘুম আসে না—
আমি তাঁদের কেউ নই,
গাঁয়ের মা-টির কথা মনে হলে যাঁদের চোখের পাতা
ভিজে যায়—
আমি তাঁদেরও কেউ নই, মায়ের
স্নেহ মমতা ভালবাসার কথা যাঁরা
নদীর মত নীলিমার মত জ্যোৎস্নার মত উপমা খোঁজেন
আমি এখনও তাঁদের মত হয়ে উঠতে পারিনি,
শুধু
ঝোড়ো সময়ের পথে পা রেখে হাঁটতে হাঁটতে
কোথাও হোঁচট খেলে—
বুকের পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসে
মা মাগো—
ফিরে আসি মা-টির ঘরে,
হতাশায় বুক ভাসিয়ে বলি—
মাগো, জল পিঁড়ি দাও
ভাত বাড়ো,
একথালা সাদা যুঁই ফুলের মত ভাত।